যুগান্তর

তারিখ 28. JAN 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

পুলিশ অভিযোগ নেয়নি : সমঝোতার পরামর্শ

সিদ্ধিরগঞ্জে ছয় শতাধিক ছাত্রীর মাদ্রাসায় যাওয়ার পথ বন্ধ

সিদ্ধিরগঞ্জ প্রতিনিধি

সিদ্ধিরগঞ্জে বাংলাদেশ মহিলা মাদ্রাসা নামের একটি মাদ্রাসার ৬ শতাধিক ছাত্রী গত ৫ দিন ধরে মাদ্রাসায় যেতে পারছে না। মাদ্রাসাটির সামনের জায়গার মালিক মাদ্রাসায় যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেয়ায় ছাত্রীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। উপরন্তু তাদের ওপর সোমবার হামলা চালিয়েছে স্থানীয় কিছু সন্ত্রাসী। এ ব্যাপারে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় অভিযোগ দাখিলের পর একটি রাজনৈতিক দলের সাবেক এক নেতার কারণে মামলাটি এন্ট্রি করেনি পুলিশ। এমনকি ওই নেতার সঙ্গে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে যোগাযোগ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশ।

সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি সাহেবপাড়া এলাকায় ১৭ কাঠা জমির ওপর ২০০৬

বন্ধ : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৫

বন্ধ : পথ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নির্মিত হয় বাংলাদেশ মহিলা মাদ্রাসা নামের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটি। এ মাদ্রাসায় ৬ শতাধিক ছাত্রী অধ্যয়ন করছে। মাদ্রাসার ছাত্রীদের চলাচলের জন্য একটি রাস্তাও ছিল। মাদ্রাসার সামনের জায়গার মালিক আঃ কুদ্দুছ, তার ছেলে গোলজার মুন্সী ওরফে বিজয় এবং আলমগীর হঠাৎ করে ২২ জানুয়ারি থেকে রাস্তাটি বন্ধ করে দেন। আঃ কুদ্দুছ তার মালিকানাধীন জমির সঙ্গে থাকা সরকারি জমিও দখল করে নিয়েছেন। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ এবং প্রিন্সিপাল মাওলানা আনোয়ার জাফরী রাস্তাটি বন্ধ না করার জন্য অনুরোধ করলে আঃ কুদ্দুছ ও তার সহযোগীরা উল্টো তাদের হুমকি দেন। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এ ব্যাপারে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ২৩ জানুয়ারি সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করতে গেলে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশ অভিযোগটি গ্রহণ না করে একটি রাজনৈতিক দলের সাবেক মাওলানা হাবিবুল্লাহ কাঁচপুরীর সঙ্গে সমঝোতার পরামর্শ দেয়। নিরুপায় হয়ে প্রিন্সিপাল মাদ্রাসায় ফিরে আসেন। এদিকে সোমবার আঃ কুদ্দুছ ও তার ছেলে গোলজার হোসেন ওরফে বিজয়ের নেতৃত্বে ২০-২৫ যুবক রাজনৈতিক দলের পরিচয় দিয়ে মাদ্রাসার ছাত্রীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাদের হামলায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে মাদ্রাসার ছাত্রী ও শিক্ষিকারা। যুবকদের হামলায় আহত হয় মাদ্রাসার ছাত্রী ফাতেমা (১১), আয়েশা (৭), জান্নাতুল ফেরদৌস লাভলী (১৪), ফারজানা (৮), মাসুমাসহ (১২) ১০-১২ জন। তাদের স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়া হয় বলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এ ব্যাপারে আঃ কুদ্দুছের ছেলে গোলজার হোসেন ওরফে বিজয়ের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে সরকারি জমিতে দোকান নির্মাণ করার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, আমি আপনাদের সঙ্গে (সাংবাদিকদের) আর কথা বলব না।